দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 APR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 6

047

বিয়োগ বাইশ হাজার

কণিকা মাহফুজ

বিশ্ব ভান্ডার থেকে জ্ঞান আহরণের জন্যে আমাদের শিক্ষার্থীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারলেই বোধহয় সব পক্ষের সুবিধা। শিক্ষার্থীদের তো বটেই—শিক্ষাঙ্গনেরও। কারণ শিক্ষাঙ্গনে এখন সিট নিয়ে বড় চাপাচাপি চলছে। সিটের অনটন। দার্শনিকের মত বলা যায়, অনটন তো সব খানেই। অভাবের সংসার, অভাবের সমাজ। সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব—বলে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে বের হয়ে পড়তে পারলে ল্যাঠা চুকত। তাও কেউ হয় না। মায়ার গ্রন্থি মোচন হয় না। এই সমাজ সংসারে বসবাস করেই সমাজ সংসার সম্পর্কে সিনিক হয়ে ওঠা আমাদের কপালের লিখন। খন্ডাবে সাধ্য কার?

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ মাসের তেইশ থেকে অনার্স ক্লাসে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। ভর্তি পরীক্ষা না বলে অগ্নি পরীক্ষাও বলা যায়। তবে এ যুগের অগ্নিপরীক্ষা খুব ঝুঁকিপূর্ণ (সম্প্রতি ভারতে এক মহিলা দগ্ধ হয়েছে)। গা বাঁচানো যায় না। এই ভর্তি পরীক্ষাতেও কয়জন উদ্ধার হবে আর কয়জন হবে না তার মোটামুটি একটা হিসাব তৈরি আছে। কারণ সেই দুর্লভ সিট। আসন সংখ্যা পাঁচশ এবং ভর্তির জন্যে দরখাস্ত পড়েছে সাড়ে বাইশ হাজার। এখন এই সাড়ে বাইশ হাজার থেকে পাঁচশ বিয়োগ করলে কত থাকে? বিয়োগ অংক মনে আছে তো? থাকবারই কথা। এ জীবনে যোগ করার সুযোগ বড় একটা মেলে না। কিন্তু বিয়োগান্ত ঘটনার তো কমতি নেই। জীবন তো নয়, যেন শেক্সপীয়রের নাটকের ট্র্যাজেডীর অংশ। সে যাই হোক, বিয়োগ ভোলা যাবে না। সাড়ে বাইশ হাজার থেকে পাঁচশ বিয়োগ করলে বাইশ হাজার থাকবে। এই বাইশ হাজারের জন্যে পড়ে থাকবে উন্মুক্ত পৃথিবী।

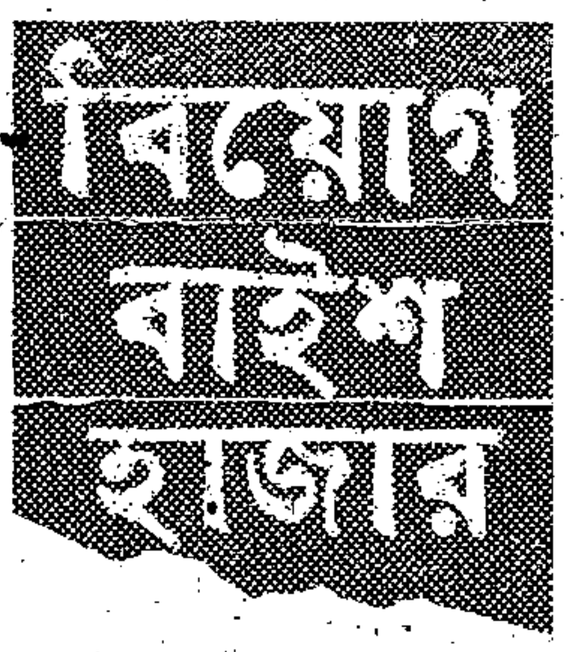

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিট বলে কথা। এ তো আর বিআরটিসির বাসের সিট নয় যে আসন সংখ্যা থেকে তিন চার গুণ বেশী ধরানো যাবে—জানালায় ঝুলবে, দরজায় ঝুলবে, পাদানীতে লটকে থাকবে, ছাদে হামাগুড়ি দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিট বনেদী জিনিস। ওখানে চাপাচাপি চলবে না। খালি থাকলে ক্ষতি নেই। যেমন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সিট খালি ছিল বলে খবর ছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু ভরাট হয়ে উপচে পড়বে—তা হবে না। ওতে উচ্চ শিক্ষার উচ্চতা ম্লান হয়। উচ্চ শিক্ষা মানেই তো এমন শিক্ষা যাকে খুব উঁচুতে তুলে রাখতে হয়—সাধারণের নাগালের বাইরে। উচ্চ শিক্ষা নিয়ে সবাই লোফালুফি করলে চলবে কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ তেরটি কলেজ থেকে অনার্স পাস করা পনেরো হাজার শিক্ষার্থী নাকি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারছে না। কারণ একই। আদি অকৃত্রিম সিটের অভাব। চলছে চলবে। আমরা থাকি অথবা না থাকি সিটের অভাব থাকবে। বড় পাকাপোক্ত জিনিস। ওই আসন এবং তার সংখ্যা। এ আসন সহজে টলে না।

ভর্তি পরীক্ষার বাছাই কিভাবে হবে তা নিয়ে কেউ কেউ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সাড়ে বাইশ হাজার থেকে বাইশ হাজার বিয়োগ করা অংক হিসাবে যত সহজ মনে হয় কাজটা তেমন হবে না বলে কেউ কেউ মনে করছেন। কিন্তু খুব কঠিনই বা হবে কেন? প্র্যাকটিস মেকস এ ম্যান পারফেক্ট। প্রতি বছরই তো এ রকম বাছাই কাজের মহড়া চলছে। এতদিনে পারফেকশন এসে যাবার কথা। দুধ থেকে (এখন অবশ্য তেজস্ক্রিয় গুঁড়ো দুধের ঝামেলা বেঁধে গেছে) যেভাবে ক্রিমটা তুলে নেয়া হয় সেইভাবে ওই সাড়ে বাইশ হাজার থেকে শুধু পাঁচশ তুলতে হবে। একটু এদিক সেদিক যে হবে না তা নয়। ওমুক কর্মকর্তার শ্বশুরের ছেলে আসবেন, ওমুক প্রভাবশালী ব্যক্তির ভাতিজা পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকবেন। তা দখিণা দুয়ার না হোক ওই পেছনের দুয়ার খোলা রাখতেই হয়। আসন সংখ্যা যত নির্ধারিতই হোক ওই দুয়ার ভেজানো যায় না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিয়োগ অংকের ফলাফল হবে বাইশ হাজার। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। তারাও সবাই নির্ঘাত এ রকম বড় বড় অংকের বিয়োগই ঝাড়তে থাকবেন। সব মিলিয়ে বেশ বড় রকমের একটা বিয়োগান্ত নাটক জমে উঠবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে ওই বিয়োগান্ত বেদনা ব্যক্তিগত বিষয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তো তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। বরং বিয়োগান্ত অংকের সংখ্যাটা যে প্রতিষ্ঠানের যত বড় আকারে বেরিয়ে আসছে তার আভিজাত্যের কদরও তত স্পষ্ট হচ্ছে। কে কত বড় বিয়োগ অংক ঝাড়বেন তার প্রতিযোগিতা চলতে পারে।

ওই বিয়োগ হওয়া বাইশ হাজার পাঁচিশ হাজারদের ভবিষ্যত ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ নেই। প্রতি বছরই এমন অনেক বিয়োগ ফল থাকে। সঙ্গতি থাকলে তারা ইউরোপ আমেরিকা বা অন্তত মধ্যপ্রাচ্যে যেতে পারে। দেশে থাকতে চাইলে উপজেলা চেয়ারম্যান হবার পাঁয়তারা কষতে পারে। পাড়ায় পাড়ায় মাস্তানি করতে পারে। অনেক পথ খোলা আছে। এসপার ওসপার একটা কিছু হয়েই যাবে। চিন্তার কোন কারণ নেই।